দৈনিক ইনকিলাব

234

তারিখ ... JUL 29 1999 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৬

ব্যবসামুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানা খুবই নামকরা একটি থানা। সে থানাতেই রয়েছে বহু স্কুল, কলেজ। তেমনি চান্দ্রা ইমাম আলী (বহুমুখী) উচ্চ বিদ্যালয়ও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রায় হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর খুব ভাল ফলাফল বের হত। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের কোন নিদর্শনই নেই। স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলটিকে ব্যবসায় পরিণত করেছে। গ্রামের স্কুল বলে এখানে গরীব ছাত্র-ছাত্রীই বেশী। শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমত না পড়িয়ে খুলে বসেছে প্রাইভেট নামক কারখানা। স্কুলের দায়িত্ব কোন রকম শেষ করে বসে পড়ে সবাই প্রাইভেট নামক সেই কারখানায়, কেউ ম্যানেজার আর কেউ সুপারভাইজারী করার জন্য।

এতে করুণ দশা হয়ে পড়ে গরীব ছাত্রছাত্রীদের। যাদের বাবা ভাল চাকরি করে শুধু তারাই সেই প্রাইভেট কারখানায় ভর্তি হতে পারে, কিন্তু যাদের বাবা দিন আনে দিন খায় তারা কি করবে? পেটে ভাত নেই তারা কি প্রাইভেট পড়তে বসে থাকবে? তাহলে স্কুল নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা কেন? শিক্ষক কি তাহলে বড় লোকদের জন্যেই এসেছে?

শিক্ষকদের সুবিধার জন্য নতুন করে খোলা হয়েছে কলেজ নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীকে জোর করা হয় সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য। অথচ তারা শিক্ষক হয়েও বুঝে না যে, ভর্তি হওয়াটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু শিক্ষকরা তা মানতে রাজি নয়, পরীক্ষার ফলাফল বের হবার পর তারা ছেলে-মেয়ের নম্বর ফর্দ দেওয়া তো দূরের কথা দেখতে পর্যন্ত দেয়া হয় না, তাদের একটা চিন্তা, নম্বর ফর্দ না দিলে ছাত্র-ছাত্রী এখানেই ভর্তি হবে। ফলে করুণ দশা হয়। যারা একটু ভাল ছাত্র-ছাত্রী তাদের আশা-আকাংক্ষা থাকে ভাল কোন কলেজে ভর্তি হতে, ভাল রেজাল্ট করতে কিন্তু স্কুলের শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনায় সব ধূলায় মিশে যায়। আমরা এর উপযুক্ত বিচার চাই। আমাদের প্রতি সুবিচারের জন্য, ব্যবসার হাত থেকে আমাদের শিক্ষাকে বাঁচানোর জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একান্ত দৃষ্টি কামনা করছি।

—জি এম এম এইচ আন-নূর,
চান্দ্রা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।